

আল-মসিহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১২

(১)অতঃপর তিনি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তাদের সাথে কথা বলতে লাগলেন- “এক লোক একটি আঙুরক্ষেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলো। আঙুর থেকে রস সংগ্রহ করার জন্য একটি গর্ত খুঁড়লো এবং একটি উঁচু পাহারাঘর তৈরি করলো। তারপর চাষীদের কাছে ক্ষেতটি বর্গা দিয়ে বিদেশে চলে গেলো।

(২)ফসল তোলার মৌসুমে সে আঙুরের ভাগ নিয়ে আসার জন্য একজন গোলামকে সেই চাষীদের কাছে পাঠিয়ে দিলো; (৩)কিন্তু তারা তাকে ধরে মারলো এবং খালি হাতে ফেরত পাঠালো। (৪)তারপর সে আরেকজন গোলামকে পাঠালো; কিন্তু তারা তার মাথায় আঘাত করলো এবং তাকে অপমান করলো। (৫)তারপর সে আরেকজনকে পাঠালো। তারা তাকে হত্যা করলো। পরে সে আরো অনেককে পাঠালো কিন্তু তারা তাদের মধ্যে কয়েকজনকে মারধর করলো আর অন্যদের হত্যা করলো।

(৬)সেখানে পাঠাতে তার আর মাত্র একজন বাকি ছিলো- সে ছিলো তার প্রিয় পুত্র। শেষে সে তাকেই তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলো। ভাবলো, ‘তারা অন্তত আমার ছেলেকে সম্মান করবে।’ (৭)কিন্তু সেই চাষীরা এই বলে পরামর্শ করতে লাগলো, ‘এ-ই তো উত্তরাধিকারী। চলো, আমরা ওকে হত্যা করি, তাহলে আমরাই সম্পত্তির মালিক হবো।’ (৮)সুতরাং তারা তাকে ধরে হত্যা করলো এবং আঙুরক্ষেতের বাইরে ফেলে দিলো।

(৯)তাহলে আঙুরক্ষেতের মালিক কী করবে? সে আসবে ও বর্গা চাষীদের ধ্বংস করবে এবং আঙুরক্ষেতটি অন্যদের হাতে দেবে। (১০)তোমরা কি পাককিতাবে পড়োনি: ‘রাজমিস্তিরা যে-পাথরটি বাতিল করে দিয়েছিলো, সেটিই কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠলো; (১১)এটি ছিলো আল্লাহর কাজ আর তা আমাদের চোখে খুব আশ্চর্য লাগে?’ (১২)যখন তারা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদেরই বিরুদ্ধে এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তখন তারা তাঁকে ধরতে চাইলেন; কিন্তু তারা জনতার ভয়ে ভীত ছিলেন। সুতরাং তারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন।

(১৩)পরে তারা তাঁকে তাঁর কথার ফাঁদে ফেলার জন্য কয়েকজন ফরিসি ও হেরোদীয়কে পাঠিয়ে দিলেন। (১৪)তারা তাঁর কাছে এসে বললেন, “হুজুর, আমরা জানি, আপনি একজন সৎলোক। লোকে কি মনে করবে বা না করবে, তাতে আপনার কিছু যায় আসে না; কারণ আপনি কারো মুখ চেয়ে কিছু করেন না। আপনি সত্যভাবে আল্লাহর পথের বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আমাদের বলুন, কাইসারকে কর দেয়া কি ঠিক? (১৫)আমরা তাকে কর দেবো নাকি দেবো না?” কিন্তু তিনি তাদের ভ-মি বুঝতে পেরে বললেন, “তোমরা কেনো আমাকে পরীক্ষা করছো? আমাকে একটি দিনার এনে দেখাও।” (১৬)তারা একটি দিনার আনলে পর তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “এর ওপর এই ছবি ও নাম কার?” তারা বললেন, “কাইসারের।”

(১৭)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “যা কাইসারের তা কাইসারকে দাও আর যা আল্লাহর তা আল্লাহকে দাও।” এতে তারা তাঁর বিষয়ে খুবই আশ্চর্য হলেন।

(১৮)সদুকিরা- যারা বলেন, পুনরুত্থান বলে কিছু নেই- তাঁর কাছে এলেন (১৯)এবং তাঁকে প্রশ্ন করে বললেন, “হুজুর, হযরত মুসা আ. আমাদের জন্য একথা লিখে গেছেন, ‘যদি কারো ভাই সন্তানহীন অবস্থায় স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাহলে তার ভাই তার স্ত্রীকে বিয়ে করবে এবং সে ভাইয়ের হয়ে তার বংশ রক্ষা করবে।’ (২০)তারা ছিলো সাত ভাই। প্রথমজন বিয়ে করে সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলো।

(২১)দ্বিতীয়জন তাকে বিয়ে করলো কিন্তু সেও সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলো। (২২)তৃতীয়জনের অবস্থাও তা-ই হলো। এভাবে সাতজনের কারোরই ছেলে-মেয়ে হলো না। শেষে সেই মহিলাও মারা গেলো। (২৩)কেয়ামতের দিন যখন তারা জীবিত হয়ে উঠবে, তখন সে কার স্ত্রী হবে? কারণ সাতজনের প্রত্যেকেই তো তাকে বিয়ে করেছিলো।”

(২৪)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “একারণেই কি তোমরা ভুল করছো না? কারণ তোমরা পাক-কিতাবও জানো না এবং আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কেও জানো না। (২৫)মৃতেরা যখন জীবিত হয়ে উঠবে, তখন তারা বিয়েও করবে না এবং তাদের বিয়ে দেয়াও হবে না; তখন তারা হবে বেহেশ্তের ফেরেশ্তাদের মতো।

(২৬)মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠার বিষয়ে হযরত মুসা আ.-র কিতাবে লেখা জ্বলন্ত ঝোপের কথা কি তোমরা পড়েনি? আল্লাহ কীভাবে তাকে বলেছিলেন, ‘আমি হযরত ইব্রাহিম আ. এর আল্লাহ, হযরত ইসহাক আ. এর আল্লাহ ও হযরত ইয়াকুব আ. এর আল্লাহ?’ (২৭)তিনি তো মৃতদের আল্লাহ নন, তিনি জীবিতদেরই আল্লাহ। তোমরা ভীষণ ভুল করছো।”

(২৮)একজন আলিম কাছে এসে তাদের তর্কাতর্কি শুনলেন। তিনি যে তাদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন তা লক্ষ্য করে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “হুকুমগুলোর মধ্যে কোনটি প্রথম?”

(২৯)হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, “প্রথমটি এই- ‘হে ইস্রাইল, শোনো, যিনি আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তিনি একজনই; (৩০)আর তুমি তোমার সম্পূর্ণ হৃদয়, মন, প্রাণ এবং সামর্থ্য দিয়ে তোমার প্রতিপালক আল্লাহকে মহব্বত করবে’। (৩১)এবং দ্বিতীয়টি এই- ‘তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো মহব্বত করবে’। এই দুটোর চেয়ে উত্তম আর কোনো হুকুম নেই।”

(৩২)তখন সেই আলিম তাঁকে বললেন, “হুজুর, খুব ভালো কথা। আপনি সত্য কথাই বলেছেন যে, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর শরিক নেই। (৩৩)আর সম্পূর্ণ হৃদয়, বুদ্ধি ও সামর্থ্য দিয়ে তাঁকে মহব্বত করা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতো মহব্বত করা সবরকমের দান ও কোরবানির চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।” (৩৪)হযরত ইসা আ. যখন দেখলেন যে, তিনি বুদ্ধিমানের মতো উত্তর দিয়েছেন, তখন তাকে বললেন, “আল্লাহর রাজ্য থেকে তুমি বেশি দূরে নও।” এরপর থেকে তাঁকে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে কারো সাহস হলো না।

(৩৫)বায়তুল-মোকাদ্দসে শিক্ষা দেবার সময় হযরত ইসা আ. জিজ্ঞেস করলেন, “আলিমরা কেমন করে বলে যে, মসিহ হযরত দাউদ আ.-র সন্তান? (৩৬)হযরত দাউদ আ. নিজেই তো আল্লাহর রুহের পরিচালনায় বলেছেন- ‘আল্লাহ আমার মনিবকে বললেন, যতোক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায় রাখি, ততোক্ষণ তুমি আমার ডান দিকে বসো।’ (৩৭)হযরত দাউদ আ. নিজেই যখন তাঁকে মুনিব বলেছেন, তখন কেমন করে মসিহ তার সন্তান হতে পারেন?” অনেক লোক আনন্দের সাথে তাঁর কথা শুনছিলো।

(৩৮)তাঁর শিক্ষার ভেতর তিনি বললেন, “আলিমদের সম্বন্ধে সাবধান হও। তারা লম্বা লম্বা জুব্বা পরে বেড়াতে, হাটবাজারে সালাম পেতে

(৩৯)এবং সিনাগোগের প্রধান আসনে ও ভোজসভায় সম্মানের জায়গায় বসতে চায়। (৪০)একদিকে তারা বিধবাদের ঘরবাড়ি দখল করে, অন্যদিকে দেখাবার জন্য লম্বা লম্বা মোনাজাত করে। নিশ্চয়ই এরা কঠিন শাস্তির অন্তর্ভুক্ত।”

(৪১)তিনি দানবাক্সের কাছে বসে লোকদের টাকাপয়সা দান করা লক্ষ্য করছিলেন। (৪২)অনেক ধনীলোক প্রচুর টাকা দান করলো। এক গরিব বিধবা এসে মাত্র দুটো তামার মুদ্রা রাখলো- যার মূল্য দু'আনার মতো। (৪৩)তখন তিনি হাওয়ারিদেরকে ডেকে বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই গরিব বিধবা অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশি দান করেছে। (৪৪)কেননা খরচ করার পরে যা বাকি ছিলো লোকেরা তা থেকে দান করেছে; কিন্তু এই মহিলার অভাব থাকা সত্ত্বেও বেঁচে থাকার জন্য তার যা ছিলো, সবই দান করেছে।"